দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭৬

# বিজিএমইএ'র শিশু শ্রমিক স্কুল কার্যক্রম

গার্মেন্টস সেক্টরের শিশু শ্রমিককে বিদ্যালয়ে পুনর্বাসনের আওতায় প্রস্তুত-কারক ও রফতানীকারক সমিতির (বিজিএমইএ) আর্থিক সহযোগিতায় ব্র্যাক (BRAC) পরিচালিত এই স্কুলসমূহে বর্তমানে আড়াই শতাধিক শিশু শ্রমিককে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রামের ৩০১টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে ২০০১ জন শিশু শ্রমিক কর্মরত। পর্যায়ক্রমে সকল শিশু শ্রমিককে স্কুল কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে বলে বিজিএমইএ সভাপতি জনাব রেদোয়ান আহমদ বলেন। গত ২৩ মে হতে চট্টগ্রামে এই স্কুল কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জনাব রেদোয়ান আহমদ বলেন, ১৯৯২ সালে মার্কিন কংগ্রেস শিশু শ্রমিক বিষয়ে বিল উথাপনের পর থেকে বিজিএমইএ পোশাক শিল্পকে এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে এ শিল্পের প্রকৃত উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। পোশাক শিল্প হতে শিশু শ্রমিক রহিতকরণের সিদ্ধান্তের পর ইউনিসেফ, আইএলওর মত কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার পরামর্শ ও এই শিল্প হতে শিশু শ্রমিক নিরোধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই সূত্র ধরে '৯৫ সালে ৪ জুলাই বিজিএমইএ, ইউনিসেফ, আইএলও এবং বাংলাদেশ

(১১-এর পৃঃ দ্রঃ)

## বিজিএমইএ'র শিশু শ্রমিক

(৯-এর পৃঃ পর)

মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৪ বছরের কম বয়সীদের শিশু শ্রমিক হিসাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে স্কুল কার্যক্রমের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই কর্মসূচী গ্রহণের পর বিজিএমই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব ইউনিসেফের উপর দেয়া হয়। ইউনিসেফ বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাক এবং জিএসএসএর মাধ্যমে এ সকল স্কুল পরিচালনা করছে। গার্মেন্টস শিশু শ্রমিক স্কুল কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে সারাদেশে ১৩০টি স্কুলের ২০১৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে স্কুল সংখ্যা ২০০তে উন্নীত করা হবে। বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, সারাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীসমূহের সর্বমোট ১০ হাজার ৫৪৭ জন শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ সুযোগসহ অন্যান্য সহায়তা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে পুনর্বাসিত হবে। এ সকল শিশু শ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে দেশের এক হাজার ৮২১টি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে।

আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সমগ্র পোশাক শিল্প খাত থেকে পুরোপুরি শিশু শ্রমিক প্রত্যাহার ও তাদের যথাযথ পুনর্বাসন করতে বিজিএমইএ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যদি কোন ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষ এই বিধান পালন না করেন কিংবা ব্যর্থ হন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে এক হাজার মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ অর্থদণ্ডের ব্যবস্থাসহ বেশকিছু শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

—মুস্তফা নঈম